সংবাদ

তারিখ ... AUG 1 6 2006 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭ .....

নির্দিষ্ট কলেজে ভর্তির জন্য চাপ

চান্দিনায় ৫০ শিক্ষার্থীর মার্কশিট ও প্রশংসাপত্র দিচ্ছে না স্কুল কর্তৃপক্ষ

তিনিধি, চান্দিনা (কুমিল্লা)

াধাইয়া মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি কলেজে ভর্তি হতে কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলার মাধাইয়া বাজার াদিম উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ৫০ শিক্ষার্থীর একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ও শংসাপত্র আটকে রেখেছেন। এ ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীরা স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান ক্ষককে উকিল নোটিশ ও কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে অভিযোগ জানিয়েও কান প্রতিকার পাচ্ছে না।

ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী আবুল খায়ের, আবুল কালাম আজাদ, নুরুল ইসলাম অভিযোগ রেন, তারাসহ এ বছর এই বিদ্যালয় থেকে ৫৮ জন ছাত্রছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় পাস রেছেন। এর মধ্যে কিছুসংখ্যক ছাত্রের প্রভাবশালী আত্মীয়-স্বজন থাকায় তাদের ট্রান্সক্রিপ্ট ও প্রশংসাপত্র দেয়া হয়। বাকিরা গত ২৩ জুলাই থেকে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক গোলাম মোস্তফার কাছে ধরনা দিয়েও ট্রান্সক্রিপ্ট ও প্রশংসাপত্র পাচ্ছে না। ছাত্ররা আরও অভিযোগ করে, প্রধান শিক্ষক তাদের স্থানীয় মাধাইয়া মুক্তিযোদ্ধা কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য াপ সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের ট্রান্সক্রিপ্ট ও প্রশংসাপত্রগুলো ওই কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে স্তান্তর করেছেন। জানা গেছে, ওই কলেজটি বিএনপি দলীয় এমপি ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক ন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী রেদোয়ান আহমদ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

এ ব্যাপারে ভুক্তভোগী ছাত্ররা গত ২ আগস্ট কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে জানায়। এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্র মো. আবুল খায়ের, নুরুল ইসলাম ও আবুল কালাম আজাদের পক্ষে এডভোকেট শরিফুল ইসলাম মাধাইয়া ছাদিম উচ্চ বিদ্যালয়ের ারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. মোস্তফাকে তিন দিনের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের ট্রান্সক্রিপ্ট ও শংসাপত্র ফেরত দেয়ার জন্য উকিল নোটিশ পাঠালেও অদ্যাবধি ট্রান্সক্রিপ্ট ও প্রশংসাপত্র ্রধান শিক্ষক ফেরত দেননি।

ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী আবুল খায়েরের অভিভাবক আশ্রাফ উদ্দিন দৈনিক 'সংবাদ'কে জানান, তিনি মাধাইয়া ছাদিম উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. গোলাম মোস্তফার কাছে ট্রান্সক্রিপ্ট ও প্রশংসাপত্র পাওয়ার আশায় যোগাযোগ করলে তিনি মাধাইয়া মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি কলেজের প্রিন্সিপালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। ওই